সম্পাদকীয়

আরণ্যকের পর থেকে লবটুলিয়া নামটির সঙ্গে বেশিরভাগ বাঙালি পরিচিত। নেচার মেট্স এর প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই লবটুলিয়া নামে। (নামটি আমার বাবার দেওয়া ছিল)। সেই সময় পাঠকেরা লবটুলিয়াকে খুবই উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে পড়ে ছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে ও প্রকৃতির কাজের ডাকে আমরা লবটুলিয়া বেশ কিছু বছর প্রকাশ করতে পারিনি।

আজ নতুন করে আমরা এই পত্রিকা ফের প্রকাশ করছি— শুরু হল ছোটোদের লবটুলিয়া, ৯-১৪ বছর বয়সী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। এমনকি আর একটু বড়রা এটা পড়লে আমরা খুশিই হব। আপাতত ছোটোদের লবটুলিয়া বেরোচ্ছে online বাংলা এবং ইংরেজিতে।

প্রকৃতি সম্বন্ধে পত্রিকা অনেক। কিন্তু ছোটদের লবটুলিয়ার লক্ষ্য পরিবেশ ও প্রকৃতির খবর ও বিভ্রাট তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের আশেপাশে, অরণ্যে আকাশে, শহরে-সাগরে মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের প্রভাব এই নিয়ে তোমাদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ দেওয়া।

পত্রিকায় email id দেওয়া রইল, এছাড়া আমাদের website-ও আছে। তোমাদের থেকে প্রকৃতি সম্বন্ধে যেকোনও প্রশ্ন, মন্তব্য, ও সমস্যা নিয়ে এখানে আমাদের লেখ। পড়ে কেমন লাগল জানিও। এসো আমরা প্রকৃতির সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব পাতাই।

NATURE MATES

সম্পাদকীয় দল

সম্পাদক: অর্জন বসু রায়

সম্পাদকীয় পরামর্শদাতা: অনুপা রায়

কার্যনির্বাহী সম্পাদক: অরিজিত চট্টোপাধ্যায়, বর্ণমালা রায়

চিত্রক: শ্রীদীপ্ত মান্না

ছোটদের লবটুলিয়া

খণ্ড ১•সংখ্যা ১•৫ ডিসেম্বর ২০২০

অরণ্য ও অরণ্যানী

অনুপা রায়

দমকা হাওয়ায় রাজের টুপিটা খুলে পড়ল জঙ্গলের রাস্তাটায়। জঙ্গল থেকে ঠিক বেরনোর মুহূর্তে, রাজ কুড়িয়ে নিল টুপিটা। তার মনে হল কারা যেন হেসে উঠল পেছন থেকে, পেছনে ফিরে দেখতে পেল শুধুই গোধূলির আবছায়াতে দাঁড়িয়ে আছে বৃক্ষের সারি, যেন নানান বর্ণের সবুজের সমারহ। রাজ নিজেকেই ফিসফিস করে বলল, 'স্বস্তি স্বস্তি' আর দ্রুত ফিরে চলল ক্যাম্প-এর দিকে।

ওরা ভোরের আলোয় সাগ্রুর সঙ্গে বেড়িয়ে ছিল জঙ্গলে। সাগ্রু খুব মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে সকলকে জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ, পথচিহ্ন দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলেছিল। রাজ ছিল সবার পেছনে। তারও সাগ্রুর মতো জঙ্গল সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। চলতে চলতেই অভি একটা গাছের ডাল ভাঙল, সচকিত হল সকলে। রাজ অভিকে মানা করল।

অভি বলল— 'তুমি যে বলেছিলে এখানে কোনো বড় প্রাণি নেই?'

কেন বড় প্রাণি নেই বলল রাজ। সকলের অগচরে একটা দাঁড়াশ সাপকে দ্রুতগতিতে জঙ্গলে বিলীয়মান হতে দেখতে দেখতে 'কেন?' প্রশ্ন করল অভি। সাগ্রু উত্তর দিল— 'লোকে বলে অরণ্যানী ওদের নিয়ে চলে গেছে।'

'কুসংস্কার' বলে হেসে উঠল অভি।

'স্বস্তি স্বস্তি' আবারও ফিসফিস করে উঠল রাজ। সাগ্রু একবার আকাশের দিকে চেয়ে বলল— 'দ্রুত চলতেহবে এবার। রাত্রি নামার আগেই পৌঁছতে হবে ক্যাম্পে।'

রাত্রে আগুন জ্বালানো হল। রাজ যত্নের সঙ্গে ভেজা কাঠগুলোকে সাজিয়ে শুকনো কাঠ দিয়ে হাওয়া করে আগুনটাকে গুছিয়ে নিলো। সাগ্রুর কথা মতো সকলেই জঙ্গল থেকে কিছু খাদ্যযোগ্য মূল, ব্যাঙের ছাতা, বুনোপেঁয়াজ সংগ্রহ করেছিল। রাজ জোগাড় করেছিল কিছু আলু, এইসব মিলিয়ে তারা একটা জাউ রান্না করল। সাগ্রু বার করলো পাউরুটি।

খাওয়া শেষ হলে সকলে আগুনের চারপাশে ঘিরে বসল। চাঁদ উঠেছে সবে। অভি জানতে চাইল অরণ্যানীর কথা। রাজ সাগ্রুর দিকে চাইল, তারপর শুরু করলো।

'অরণ্যানী হল ভোরের হাওয়া আর রাতের শিশির' সাগ্রু বলল।

'অরণ্যানী হল জঙ্গলের আত্মা।'

হালকা হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে জঙ্গলের গাছপালা। রাজ মাথার টুপিটা আঁটোসাটো করে নিল।

সাগ্রু বলে চলেছে 'অনেক আগে কাছেরই এক গ্রামে থাকত রঘু। এক তরুণ গর্বিত শিকারী। রঘু একবার একটা হরিণ ও তার বাচ্চা মেরে আনলো তির ধনুকের সাহায্যে। গ্রামের বয় জ্যেষ্ঠরা রুষ্ট হলেন। বললেন, অরণ্যানীর আদেশ— মা আর তার বাচ্চাকে কখনও শিকার করতে নেই। রঘু কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিল ব্যাপারটা।

সেই রাতে গ্রামের সীমানায় একটা চিতা বাঘ ঘুরে বেড়ালো। রঘুর বাবা বলল— 'তুমি অরণ্যানী কে রুষ্ট করেছ।' 'অরণ্যানী বলে কেউ নেই' বলে উঠল রঘু।

পরের দিন দুপুরে রঘু জঙ্গল থেকে কেটে আনলো একটা বিরাট গাছ। এসে গর্বিতভাবে বলল—

‘এখন আমাদের খাদ্য ও জ্বালানি দুইই মজুত হল।’ রঘুর বাবা মা তিরস্কার করে উঠলেন। বললেন— ‘বোকা তুমি অরণ্যের আইন লঙ্ঘন করেছ।’
তারা দ্রুত জঙ্গলের পদপ্রান্তে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল অরণ্যানীর কাছে। একটা পাখিও ডাকল না গাছের পাতাও নড়ল না। রঘুর মা ভীত কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলল— ‘এ যে ঝড়ের পূর্বাভাষ।’
রঘু হেসে উঠল তার পিতামাতাকে ভীত হতে দেখে, আর বলল— এবার শিকার করব ওই চিতা বাঘটাকে।
‘ওটা বাঘবেশী অরণ্যানী’। আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠল রঘুর মা। একথা প্রচলিত যে অরণ্যানী বাঘের রূপ নেয়।
প্রজ্জ্বলিত আগুনের পাশে ঘেঁষাঘেষি করে বসে রয়েছে সকলে।
সাগ্রু বলে চেলেছে অরণ্যানীর গল্প। বয়ে চলেছে তিরতিরে বাতাস। হঠাৎ একটা পেঁচা ডেকে উঠল।
রঘু যেদিন গাছ কেটে আনল সেইদিন দুপুর বেলায় ঝড় উঠল পাহাড়ের দিক থেকে। উড়িয়ে নিয়ে গেল বাড়ির চাল। ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা তাদের জানলা-দরজা দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে তাদের পোষ্যদের খোঁয়ারে তুলল। সকলে মিলে প্রার্থনায় বসল।
প্রকৃতির তাণ্ডব চলতেই থাকল সারা দিনভর। জল-জঙ্গল একাকার হয়ে গেল। গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকল ধস্ নামার ভয়ে।
জ্বরে পড়ল রঘু। জ্বরের ঘোরে আর কাশির তোড়ে নাজেহাল হয়ে গেল সে। গ্রামের বৈদ্য এল রঘুর চিকিৎসা করতে। সে কিছু জড়িবুটি দিয়ে গেল রঘুর জন্য। রাত্রিভর ঝড় বয়ে চলল আর মাঝেমাঝেই শোনা গেল চিতা বাঘের হুংকার। পরের দিন অসুস্থ হল গ্রামের বৈদ্য। শুরু হল শ্বাসকষ্ট। তার সহকারীর যাবতীয় চেষ্টা ব্যার্থ করে অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হল তাঁর। শুধু বৈদ্যই নন গ্রামের আর বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ল, বহু মানুষই শ্বাসকষ্ট ও প্রদাহের শিকার হল। ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা অনন্যোপায় হয়ে ক্রমাগত প্রার্থনা করে চলল।
সকলেই রুষ্ট হল রঘুর উপর। তার ভীত বাবা-মাকে তারা নিদান দিল রঘুকে গ্রাম থেকে চলে যেতে বলতে। সন্ধে নামার আগে রঘুর মা ভোগ আর মুরগি নিয়ে জঙ্গল প্রান্তে উপস্থিত হলেন। গিয়ে অরণ্যানীর উদ্দেশ্যে বললেন ‘আমার ছেলেকে ক্ষমা করে দাও। এমন বোকার মতো কাজ আর কখনও হবে না। আমরা সকলে মিলে জঙ্গলের দেখাশোনা করব।’
দূরে শোনা গেল চিতা বাঘের গর্জন। ভীত রঘুর মা তাড়াতাড়ি করে ভোগ আর মুরগিটিকে রেখে ফিরে এলেন গ্রামে।
মাসাধিক কাল ধরে গ্রামের মানুষের এই ভোগান্তি চলল। বেশকিছু মানুষ সেরে উঠলেও অনেক মানুষই মারা গেল। অরণ্যানীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রঘু ও তার পরিবার সদা সচেষ্ট রইল জঙ্গলকে রক্ষা করতে। প্রত্যেকদিন নিয়মিত তারা রঘুর কেটে ফেলা গাছটার পুজো দিত।
এতদ্‌সত্ত্বেও ওই জঙ্গল থেকে হরিণ চলে গেল চিরতরে।
আগুনের আঁচ কমে এসেছে। দলের মধ্যে থেকে একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল— ‘রঘু কী বাঁচলো?’
সাগ্রু রাজের দিকে তাকাল। রাজ বলল— ‘হ্যাঁ, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে সে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। নিজেকে নিবেদন করে ছিল জঙ্গল রক্ষার কাজে।’
এই অবধি বলে রাজ ধীরে ধীরে বলল— ‘রঘু ছিলেন আমার প্রপিতামহ।’ একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল, উসকে দিল আগুনটাকে। একমাত্র রঘুই শুনতে পেল জঙ্গল থেকে বয়ে আসা সেই হাওয়ায় একটা তাচ্ছিল্যের হাসি।

কিছু কথা

সারা পৃথিবী জুড়েই আদিবাসী সমাজ বিশ্বাস করে জঙ্গলের আত্মার কথা। এই আত্মার বিভিন্ন নাম বিভিন্ন জায়গায়। অরণ্যানীর কথার উল্লেখ আছে ঋক্‌বেদে। সকল গল্পকথায় বলা আছে জঙ্গলের এই আত্মা রক্ষা করে জঙ্গলের সকল প্রাণী আর উদ্ভিদকে। এই আত্মার অবমাননা প্রকৃতির রোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন কোভিড মহামারী একটি ভাইরাস সৃষ্ট রোগ যা বন্যপ্রাণ থেকে মানুষের শরীরে এসেছে।
আমরা যদি জঙ্গলকে রক্ষা করি তখন তার সকল বন্যপ্রাণ উদ্ভিদকুল সমবেতভাবে সংরক্ষিত হবে এবং একটা স্বাস্থ্যকর পৃথিবী গড়ে উঠবে যা মানুষ সহ সকল জীববৈচিত্র্যের জন্যই উপযোগী। হয়তো বা আমাদের ক্রমাগত অরণ্য ধ্বংস ও নিয়ম বহির্ভূতভাবে বন্যপ্রাণ হত্যার জন্যই আজ পৃথিবীর সকল অরণ্যের ‘অরণ্যানী’ আমাদের উপর রুষ্ট। আর আমরা এই প্রবল মহামারীর কবলে পর্যুদস্ত।

বইপড়া

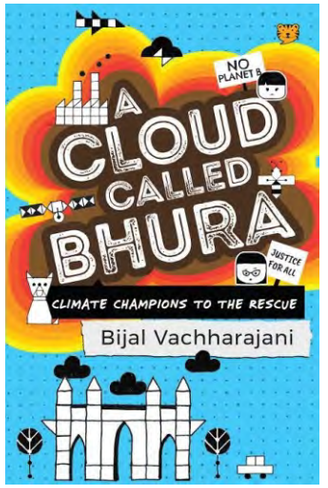

বই ১।

আ ক্লাউড কলড্ ভুরা

এক বৃহৎ বাদামি মেঘ তার ঘন ছায়া ফেলেছে মুম্বই নাগরিকদের জীবনে। প্রাণ বাঁচাতে চাইলে খুব শীঘ্রই সবাইকে মাস্ক পড়তে হবে— সাবধান করে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। দোকানদার কাকুকেও কবে তার ঠেলা বন্ধ করে ফেলতে হবে কে জানে। মানুষ তো আর মাস্ক পরে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে না রাস্তাই বেরিয়ে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এসবই হল আবহাওয়া পরিবর্তনের সংকেত। রাজনৈতিক নেতারা যদিও তাঁদের কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন। পরিবার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও দুটি দল সৃষ্টি হয়েছে... একদল বিশ্বাস করে যে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে চলেছে, অন্য দল তা বিশ্বাস করে না। কয়েকজন আবার মনস্থির করতে পারেনি কোন দলে যোগ দেবে— যদিও তারা আবহাওয়া পরিবর্তনের বিপদগুলোর ব্যাপারে সচেতন। তুমি কোন দলে যোগ দেবে?

বিজয় ভচ্ছরজনী তার বই 'ভুরা নামের এক মেঘ'— এ নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আবহাওয়া পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন আরো কত কি! তোমাদের বয়সী চারজন ছেলে মেয়ে মুম্বাই শহরে এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করে। সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, জ্যোতিষী, বিজ্ঞাপন সংস্থা, পর্যটন ব্যবসায়ী মেঘ ভুরাকে নিয়ে কি বলছে? নানা মহলের প্রতিক্রিয়া নিয়ে লেখিকার বিবরণগুলি ভারি মজার। এই চিত্র সমৃদ্ধ ও তথ্যপূর্ণ বইটি এমন এক সময়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে যখন মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মাস্ক নির্ভর।

বই ২।

ওয়ান লোনলি টাইগার

'একটি একাকী বাঘ' গল্পের একাকী বাঘমামা সবে ১, ২, ৩.. করে সংখ্যা গুনতে শিখছে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে তার পরিচয় হচ্ছে নতুন পশুপাখির সঙ্গে। সে কৌতূহলপ্রবণ ও প্রাণবন্ত। তবে মাঝেমাঝেই নানা সংশয়ে ভোগে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলছে খুব শীঘ্রই জঙ্গলের মধ্যে গুহাটি আর থাকবে না। মানুষ তার বাসা কেড়ে নিতে চায়। ছড়ায় ছন্দে লেখা বেনিতা সেনের এই গল্পে আমরা মানুষ চরিত্রকে খুঁজে পাই না। তবে শেখর মুখোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল চিত্রগুলি ইঙ্গিত করে যে মানুষের নজর পড়েছে বাঘের বাসায়। অগত্যা বাঘমামা মঙ্গল গ্রহে আশ্রয় নেয়। দুঃখিত চোখে তাকায় পৃথিবীর দিকে— বাসাটির আর কোন অস্তিত্ব নেই।

অরণ্য বিনাশের বিপদ নিয়ে আমরা এখন সবাই সচেতন। বুঝতে পেরেছি জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা। বাড়ির ছোট্ট সদস্যকেও এইসব বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারেন এই বইটি উপহার দিয়ে— তার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারেন প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা। সে হয়ে উঠতে পারে উৎসাহী পরিবেশবিদ। বাড়ির চারপাশে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়ে আপনাকে চমকে দিতে পারে। কারণ তার বন্ধু একাকী বাঘকে ফিরিয়ে দিতে হবেই তার সুখের বাসা।

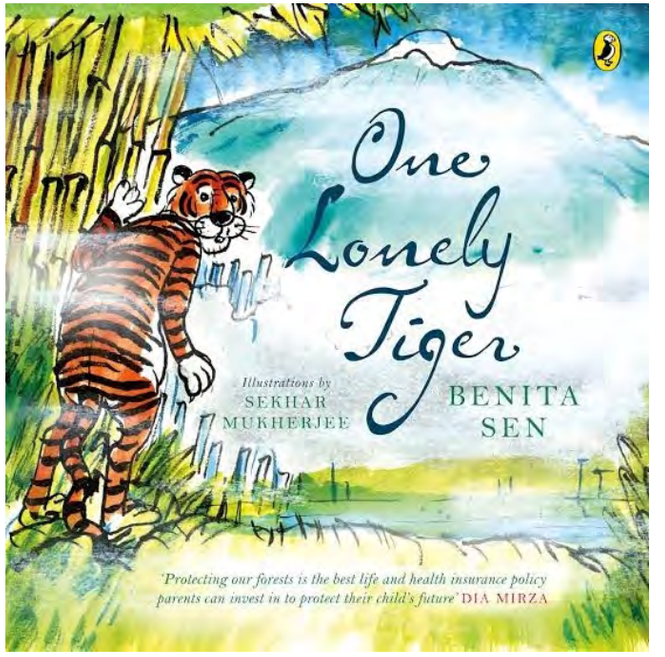

বর্ণমালা রায়

শ্রীদিপ্ত মান্না

জারা ও জয়ি

এক বন্ধুত্বের শুরু

ঠিক জানলার বাইরেতেই

অরিজিত চট্টোপাধ্যায়

আমার ঘুরতে বেশ ভালোই লাগে। ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি দেখতে, গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, ফড়িংদের আরও কত কি লক্ষ্য করতে। তাই মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তাম এদিক সেদিক।

আর প্রকৃতিতে কিছু দেখতে পেলেই লক্ষ্য করতাম তাদের চেহারা, গায়ের রং, স্বভাব চরিত্র; কোথায় থাকে কি খায় এইসব আর কি। কিন্তু এই কোভিড ভাইরাস এসে পুরো ঘরবন্দি করে দিল আমায়, ঘুরতে বেড়াতে যাওয়া হচ্ছিল না আর। মন মেজাজও বেজায় মুষড়ে ছিল।

এখানে বলে রাখি আমার বাড়ি কিন্তু কলকাতা শহরের একদম কংক্রিটের জঙ্গলের মধ্যে। চারদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি, সবুজ দেখা যায় না বলেই চলে। তবু এত বাড়ির মাঝেও দুটো বড় বড় আম কাঁঠাল গাছ এখনও টিঁকে রয়েছে, আমার জানলা দিয়ে তাদের দেখা যায়।

একদিন সকালে জলখাবার নিয়ে বাড়ির জানলার পাশে এসে বসে খাচ্ছি হঠাৎ কান গেল কাঁঠাল গাছটার দিকে। শুনি এক অপূর্ব সুরেলা আওয়াজে কোন পাখি ডাকছে আর ডাকটাও বেশ চেনা-চেনা। একটু খুঁজতেই দেখলাম কালো-সাদা একটা পাখি তার লম্বা উঁচু লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডাল করছে। দেখেই চিনলাম দোয়েল। বেশ ভালো লাগল।

আর একদিন একটু কাজ করছি ওই একই জানলার পাশে বসে দেখি সামনের ইলেকট্রিকের তারে বসে রয়েছে একটা সাদাবুক মাছরাঙা। আর একদিন দেখি আম গাছটার একদম মাথায় কয়েকটা সাদা রঙের বক এসে বসে রয়েছে। আমি গাছ দুটো লক্ষ্য করতাম। একদিন দেখি ভেতরে বসে আছে গাঢ় সবুজ রঙের তিনটে চড়াইয়ের মতো পাখি, কপালের কাছটা লাল আর গলা হলুদ। ছোট পাখি কিন্তু জোরে ডাকে, ঠিক তামার পাত্রে হামামদিস্তা ঠোকার মতো। এটাকেও চিনলাম বসন্তবউরি পাখি। এখানেই শেষ নয়।

এই লকডাউনে বাইরে বেরোতে পারছিলাম না বলে মাঝে মধ্যেই বিকেলে ছাদে গিয়ে দাঁড়াতাম। তেমনই একদিন দাঁড়িয়ে আছি, দেখি মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক টিয়া আর চন্দনা উড়ে গেল। আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামতেই দেখি বাদুর আর চামচিকের দল। এবার তো আরও আশ্চর্য হলাম। যেসব পশুপাখি আমরা শহরের বাইরে বন্য পরিবেশে, মাঠে, নদী-পুকুরের পাশে বড়জোর শহরের কোন সংরক্ষিত ঘেরাটোপের মধ্যে দেখতে পাই তার বেশ কিছু আমি বাড়িতে বসেই জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি।

বুঝতে পারলাম প্রকৃতির ছোঁয়া পেতে সবসময় জঙ্গল বা পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়ার দরকার নেই বাড়ির আশেপাশে একটু চোখ মেলে চাইলেও তার অফুরন্ত ভাণ্ডারের স্বাদ নেওয়া সম্ভব।

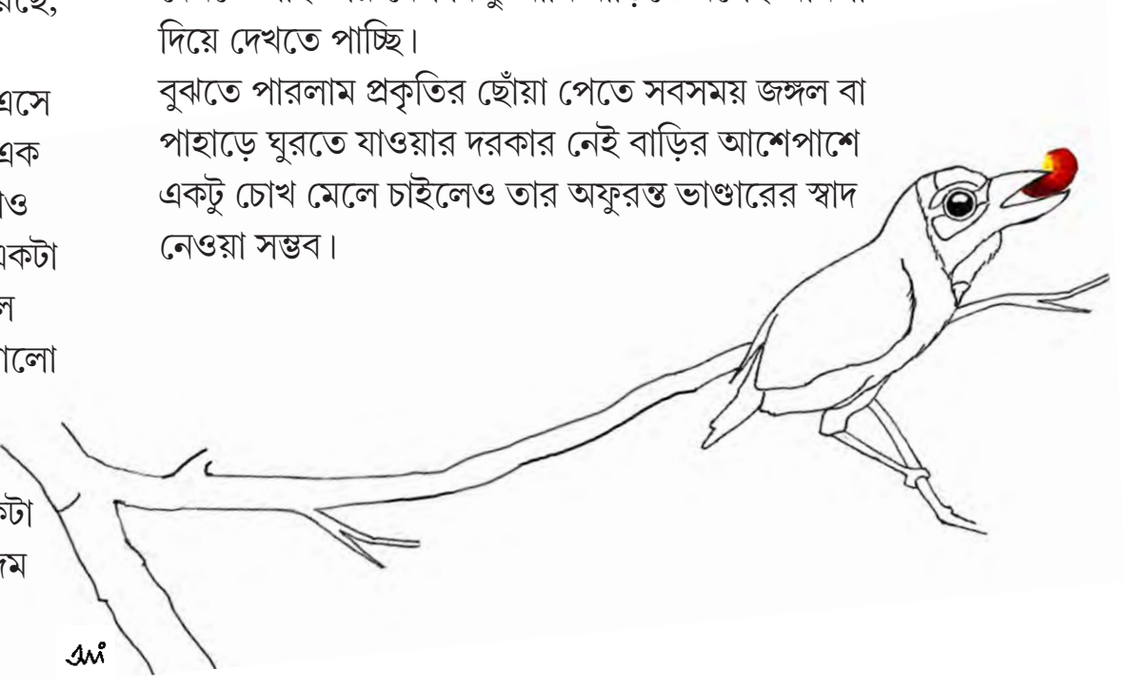

বাঘের বাচ্ছা, টাডোবা আন্ধেরী টাইগার রিজার্ভ

অজন কমু রায়

NATURE MATES

be nature's mate...

Published by: The Secretary, Nature Mates Nature Club
6/7 Bijoygarh, Kolkata 700032. Dial: 9874357414/9874490719
email: lobtulia@naturematesindia.org
www.naturematesindia.org
url:https://naturematesindia.org/lobtulia/